প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ও ৯/ ০১/ ১৯৭৬

নং- এসআরও ১৫- এল/ ৭৬ নিম্নের অধিপত্রটি সাধারণ জ্ঞাপনের জন্য প্রকাশ করা হল ।

বাংলাদেশ পুলিশ পদক প্রবর্তনের অধিপত্র (বিপিএম)।
(The Warrant of Institution of the Bangladesh Police Medal)

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৩০ অনুচ্ছেদ এ মর্মে ক্ষমতা অর্পণ করে যে সাহসিকতার জন্য পুরস্কার প্রদান থেকে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না ;

এবং যেহেতু বাংলাদেশের রাষ্টৰীয় সীমানার মধ্যে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সাহসকিতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতির উপযুক্ত ;

সেহেতু এক্ষণে সংবিধানের উল্লিখিত ধারা অনুসরণে এবং এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদান করে এমন অন্যান্য সকল কর্তৃত্ববলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে অতঃপর নিয়ন্ত্রণের জন্য নিচে অভিহিত ভূষণ প্রবর্তন করলেন।

১। পদক। - বাংলাদেশ পুলিশ পদক নামে অভিহিত হবে।

২। বিবরণ।- পদকের আকৃতি হবে গোলাকার, ব্রোঞ্জের তৈরি ও ব্যাস হবে ১" এবং পশ্চাৎদিকে নকসাতে বাংলাদেশের প্রতিকৃতিখচিত এবং প্রতিকৃতির নিচে বাংলা লিপিতে "বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল এবং সাহসিকতা" শব্দগুলো উৎকীর্ণ থাকবে এবং পদকের অপর পিঠে। পুলিশ প্রতীকের একটি প্রতিরূপ থাকবে। যে অফিসারকে পদক প্রদান করা হয়েছে তার নাম। পদকের প্রান্তে খোদাই করা হবে।

৩। পদক প্রদান।- বাংলাদেশের রাষ্টৰীয় সীমানার মধ্যে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন এরূপ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে পদক প্রদান করা হবে এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত সুপারিশের ভিত্তিতে কেবলমাত্র এ ধরনের পদক প্রদান করা হবে।

৪। পদক প্রদান প্রকাশ করা হবে।- যে সকল অফিসারের পদক প্রদান করা হবে। তাদের নাম বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, সেভাবে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক একটি রেজিস্টার রক্ষিত হবে এবং কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন বা সদস্য আছেন এমন একজন পদকধারী ব্যক্তির নাম ও পদমর্যাদা এবং যে কাজের জন্য পদক প্রদান করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ রেজিস্টারে থাকবে।

৫। পরিধানে ক্রম।— বাম বুকে পদক ঝুলানোো থাকবে এবং উভয় পাশে সরু রূপালী ফিতা সহ ১২" গ্রন্থের রিবন গাঢ় নীল বর্ণের হবে এবং রূপালী ফিতার মাঝখানে হবে এবং দর্শনীয় সাহসিকতাপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে রিবণের প্রত্যেকটি রূপালী ফিতার মধ্যে একটি সরু লাল রেখা মাঝ বরাবর থাকবে।

৬। বারসমূহ।- ইতিপূর্বে পদক প্রদান করা হয়েছে এমন সদস্যকে পদক প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতিযোগ্য যেকোন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবরে প্রেরিত সুপারিশের ভিত্তিতে রিবনে সংযুক্ত বার প্রদান করা হবে যার সাহায্যে পদক ঝুলোনো হয় এবং এ ধরনের প্রত্যেকটি অতিরিক্ত পুরস্কারের জন্য একটি অতিরিক্ত বার সংযোগ করা হবে এবং প্রদত্ত প্রত্যেকটি বারের জন্য একটি রূপালী গোলাপ সংযোজিত হবে যদি এককভাবে পরিধান করা হয় ।

৭। (১) নিচে তফসিলে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রথম বারে পদক প্রদানের ক্ষেত্রে এককালীন দশ হাজার টাকা মাত্র এবং ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে দু'শ টাকা মাত্র প্রাপ্য হবেন।

(২) দ্বিতীয়বার পদক প্রদানের ক্ষেত্রে বারে ভূষিত করা হবে এবং সমপরিমাণ এককালীন দশ হাজার টাকা মাত্র প্রাপ্য হবেন এবং ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে কোন টাকা প্রাপ্য হবেন না।

তফসিল

[৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

১। প্রতি মাসে আগে থেকে ভাতা পেয়ে থাকেন এমন ব্যক্তি সংশোধিত হারে একই ভাতা গ্রহণের অধিকারী হবেন ।
২। যে কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে সে কাজের তারিখ থেকে ভাতা প্রদান করা হবে ; তবে যদি বাজেয়াফত করা না হয়, তাহলে আমৃত্যু বা আমরন ভাতা বহাল থাকবে।

৩।যেখানে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ভাতা পেতেন, সেখানে বিধবা স্ত্রীর সারাজীবন অথবা পুনর্বিবাহ না করা পর্যন্ত ভাতার প্রাপ্যতা বহাল থাকবে ; তবে যদি তা বাজেয়াফত করা না হয় । যেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে, সেখানে প্রথম জীবিত স্ত্রী সমপরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হবেন।

৪। যদি পুরস্কার মরণোত্তর হয়, তবে নিকট-আত্মীয়-স্বজন এককালীন অর্থ এবং নিম্নবর্ণিত ক্রম অনুযায়ী মাসিক ভাতা পাপ্য হবেনঃ

(ক) জীবিত প্রথম স্ত্রী	তার মৃত্যু না হওয়া বা পুর্নবিবাহ না করা পর্যন্ত।
(খ) যদি জীবিত স্ত্রী না থাকে, তবে বিবাহিত ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে তার বয়স বিশ বছর কন্যা ছাড়া সন্তানরে মধ্যে জ্যেষ্ঠতম	। না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যার ক্ষেত্রে তার বিবাহ পর্যন্ত।
(গ) উপযুক্ত (ক) অথবা (খ)-এর ক্ষেত্রে কেউ যদি জীবিত না থাকে, সেক্ষেত্রে পিতা এবং পিতার অবর্তমানে মাতা	পিতা বা মাতার মৃত্যু পর্যন্ত।

৮। পদকের সংখ্যা। - প্রত্যেক বছর প্রদান করা হবে এমন পদকে সংখ্যা (বারসমূহ বাদে) সাধারণত দশের বেশি হবে না ; তবে যদি কোন বছরে বিশেষ পরিস্থিতিতে দশের বেশি পদক প্রদান সমর্থনযোগ্য হয় মর্মে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করেন, তাহলে অবস্থার প্রয়োজনে তিনি সে সংখ্যা নির্ধারণ করবেন।

৯। প্রবিধানসমূহ।- মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ অধিপত্রের উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য প্রবিধান জারির উপযুক্ত হবেন।

ঢাকায় প্রদান করা হল, এ. . . . . দশ হাজার টাকা। [এসআরও নং ৪০০- এল/ ৮৫ তাং ১০- ৯- ৮৫ ও স্বম/ পু- ২/ পদক- ৪/ ৯৫/ ১৬৩ তারিখঃ ৩১- ৩- ৯৮ মূলে সংশোধিত]
দিনে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি।

ঢাকা ও
৯/ ০১/ ১৯৭৬

নং- এসআরও ১৬- এল/ ৭৬ নিম্নের অধিপত্রটি সাধারণ জ্ঞাপনের জন্য প্রকাশ করা হলঃ

বাংলাদেশ পুলিশ পদক প্রবর্তনের অধিপত্র (বিপিএম
(The Warrant of Institution of the Presidents Police Medal)

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৩০ অনুচ্ছেদ এ মর্মে ক্ষমতা অর্পণ করে যে সাহসিকতার জন্য পুরস্কার প্রদান থেকে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না ;

এবং যেহেতু বাংলাদেশের রাষ্টৰীয় সীমানার মধ্যে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে সাহসকিতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতির উপযুক্ত ;

সেহেতু এক্ষণে সংবিধানের উল্লিখিত ধারা অনুসরণে এবং এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদান করে। এমন অন্যান্য সকল কর্তৃত্ববলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে অতঃপর নিয়ন্ত্রণের জন্য নিচে অভিহিত ভূষণ প্রবর্তন করলেন।

১। পদক। - বাংলাদেশ পুলিশ পদক নামে অভিহিত হবে।

২। বিবরণ। পদকের আকৃতি হবে গোলাকার, ব্রোঞ্জের তৈরি ও ব্যাস পশ্চাৎদিকে নকসাতে জাতীয় প্রতীকখচিত থাকবে এবং বাংলা লিপিতে “রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক। এবং সাহসিকতা” শব্দগুলো উত্তীর্ণ থাকবে এবং পদকের অপর পিঠে পুলিশ প্রতীক থাকবে। যে অফিসারকে পদক প্রদান করা হয়েছে তার নাম পদকের প্রান্তে খোদাই করা হবে।

৩। পদক প্রদান। বাংলাদেশের রাষ্টৰীয় সীমানার মধ্যে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন এরূপ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে পদক প্রদান করা হবে এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবরে প্রেরিত সুপারিশের ভিত্তিতে কেবলমাত্র এ ধরনের পদক প্রদান করা হবে।

৪। পদক প্রদান প্রকাশ করা হবে। - যে সকল অফিসারের পদক প্রদান করা হবে। তাদের নাম বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি যেভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, সেখাবে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক একটি রেজিস্টার রক্ষিত হবে এবং কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন বা সদস্য আছেন এমন একজন পদকধারী

ব্যক্তির নাম ও পদমর্যাদা এবং যে কাজের জন্য পদক প্রদান করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ রেজিস্টারে থাকবে।

৫। পরিধানে ক্রম— বাম বুকে পদক ঝুলানো থাকবে এবং উভয় পার্শ্বে সরু রূপালী ফিতাসহ ১" গ্রন্থের রিবন গাঢ় নীল বর্ণের হবে এবং রূপালী ফিতার মাঝখানে হবে এবং দর্শনীয় সাহসিকতাপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে রিবণের প্রত্যেকটি রূপালী ফিতার মধ্যে একটি সরু লাল রেখা মাঝ বরাবর থাকবে।

৬। বারসমূহ।- ইতিপূর্বে পদক প্রদান করা হয়েছে এমন সদস্যকে পদক প্রদানের মাধ্যমে স্বীকৃতিযোগ্য যেকোন সাহসিকতাপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবরে প্রেরিত সুপারিশের ভিত্তিতে রিবনে সংযুক্ত বার প্রদান করা হবে যার সাহায্যে পদক ঝুলোনো হয় এবং এ ধরনের প্রত্যেকটি অতিরিক্ত পুরস্কারের জন্য একটি অতিরিক্ত বার সংযোগ করা হবে এবং প্রদত্ত প্রত্যেকটি বারের জন্য একটি রূপালী গোলাপ সংযোজিত হবে যদি এককভাবে পরিধান করা হয়।

৭। বাংলাদেশ পুলিশ পদক বিধিমালায় উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের একজন সদস্যের জন্য প্রাপ্য এককালীন মঞ্জুরী ও মাসিক ভাতার অর্ধেক হারে এ পদকের জন্য প্রদান করা হবে।

৮। পদকের সংখ্যা।- প্রত্যেক বছর প্রদান করা হবে এরূপ পদকে সংখ্যা (বারসমূহ বাদে) সাধারণত বিশের বেশি হবে না ; তবে যদি কোন বছরে বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশের বেশি। পদক প্রদান সমর্থনযোগ্য হয় মর্মে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করেন, তাহলে অবস্থার প্রয়োজনে তিনি সে সংখ্যা নির্ধারণ করবেন।

৯। প্রবিধানসমূহ।- মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ অধিপত্রের উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য প্রবিধান। জারির উপযুক্ত হবেন। ঢাকায় প্রদান করা হল, এ. . . . . দিনে..... . পাঁচ হাজার টাকা।

[এসআরও নং ৪০১-এল/৮৫ তাং ১০-৯-৮৫ ও স্বম/পু-২/পদক-৪/৯৫/১৬৩ তারিখঃ ৩১-৩-৯৮ মূলে সংশোধিত]

পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজের ব্যাজ [আইজিপি ব্যাজ]

যেহেতু পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে তাদের উৎসাহ প্রদান ও নৈতিক শক্তি সমুন্নত করা জরুরী।

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত বিধি জারি করলেন ; যথা ।

পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজের ব্যাজ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এ বিধিমালা পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজের ব্যাজ বিধি, ১৯৮১" নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ বিধিমালা ।

(ক) "ব্যাজ" অর্থ বিধি ৩-এ বর্ণিত ব্যাজ।

(খ) "দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজ" অন্তর্ভুক্ত করে এমন জঘন্য অপরাধ উদঘাটন বা ব্যাপক শান্তি ভঙ্গ নিবারণ বা হারানো, অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার বা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, অধিক মূল্যমানের চোরাই সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি উদ্ধার বা সিধেল চোর, দস্যু, ডাকাত, আত্মগোপনকারী ও ঘোষিত অপরাধীদের গ্রেফতার বা দফতরে উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদন বা এ বিধিমালার উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজ হিসেবে নির্ধারিত এরূপ অন্যান্য কাজ ও কর্তব্য সম্পাদন।

(গ) "ইন্সপেক্টর জেনারেল" অর্থ ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং

(ঘ) "পুলিশ বাহিনীর সদস্য" অর্থ যেকোন অফিসার এবং পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সালের ২৫ নং আইন) আওতায় সংগঠিত যেকোন অফিসার ও সশস্ত্র পুলিশকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

৩। ব্যাজের বিবরণ ও ধরন। -(১) পুলিশ বাহিনীর সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে, ইন্সপেক্টর জেনারেল নিচের উপ-বিধি ৩-এ নির্ধারিত বিবরণ এ ধরনের ব্যাজ প্রবর্তন করতে পারেন।

(২) উপ-বিধি ১-এর আওতায় প্রবর্তিত ব্যাজ নিম্ন বিবরণের হবে; যেমন –

(ক) পদমর্যাদাসূচক সরু সাদা ফিতাসহ উভয় পাশে গাঢ় নীল;
(খ) পদমর্যাদাসূচক সরু সবুজ ফিতাসহ উভয় পাশে গাঢ় নীল;
(গ) পদমর্যাদাসূচক সরু হলুদ ফিতাসহ উভয় পাশে গাঢ় নীল;
(ঘ) পদমর্যাদাসূচক সরু বেগুন ফিতাসহ উভয় পাশে গাঢ় নীল;
(ঙ) পদমর্যাদাসূচক সরু কমলা ফিতাসহ উভয় পাশে গাঢ় নীল;
(চ) পদমর্যাদাসূচক সরু লাল ফিতাসহ উভয় পাশে গাঢ় নীল।

৪। ব্যাজ প্রদান।—(১) এ উদ্দেশ্য কোন সুপারিশ প্রাপ্তির পর অথবা স্ব-উদ্যোগে। ইন্সপেক্টর জেনারেল দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যাজ প্রদান করতে পারেন।

(২) যদি পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্য প্রশংসনীয় কাজের রেকর্ডসহ দৃষ্টান্তমূলক ভাল কাজ সম্পাদন করেছেন বলে বিবেচিত হয়, তবে ইন্সপেক্টর জেনারেল সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটি ব্যাজ প্রদান করতে পারেন।

(৩) বিধি ৩-এর উপ-বিধি ২-এর ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং চ-তে বর্ণিত ব্যাজসমূহ যথাক্রমে একনাগাড়ে ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর, ২০ বছর, ২৫ বছর এবং ৩০ বছরের জন্য প্রদান করা হবে।

৫। ব্যাজ প্রত্যাহার।— ইন্সপেক্টর জেনারেল কারণ লিপিবদ্ধ করে পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্যকে প্রদত্ত ব্যাজ প্রত্যাহার করতে পারেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইন্সপেক্টর জেনারেল নিশ্চিত না হন যে তার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে পুলিশ বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্য এমনই অপরাধে দোষী যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আচরণ) বিধি, ১৯৮৫, পুলিশ অফিসারগণের (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এবং আর্মড় পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশ, ১৯৭৯-এর আওতায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার পর বর্ণিত গুরু ও লঘু দণ্ড আরোপ করা হয়েছে, তবে ব্যাজ প্রত্যাহার করা হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, পুলিশ বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যকে তার বিরুদ্ধে কেন এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হবে না তার কারণ দর্শানাে ছাড়া ব্যাজ তার করা হবে না।

৬। পুরস্কার ইত্যাদি প্রকাশনা।—(১) পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্যকে ব্যাজ প্রদান ও প্রত্যাহার বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করতে হবে এবং এরূপ প্রকাশনার পর অথবা ক্ষেত্রবিশেষ প্রত্যাহার কার্যকর হবে।

(২) এ উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টর জেনারেল যেভাবে নির্দেশ প্রদান করেন সেভাবে পুলিশ সদর দফতরে একটি রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং পুলিশ বাহিনীর ব্যাজ প্রাপ্ত সদস্যদের নাম ও পদ তালিকাভুক্ত করা হবে।

৭। ব্যাজ পরিধানের কৰম।— অন্যান্য পদক ও পুরস্কারসহ ব্যাজ কালানুক্রমিক আদেশ অনুযায়ী পকেটের উপরের বাম পাশে পরিধান করতে হবে।

(Government Notification No. P14m-40/78(PL-11)/231(100) dated | Dhaka the 2 May, 1981.)